সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায়

সমস্যার সমাধান

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

প্রকাশকের কথা...

পার্থিব জীবনে আমাদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এখানে সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা পর্যায়ক্রমে বিপরীত উভয় অবস্থারই আবর্তন ঘটে। কখনো এমন মুসিবত সামনে আসে, মনে হয় সম্মুখে অগ্রসর হবার আর কোনো পথ খোলা নেই! মুহূর্তে সব তছনছ হয়ে যাবে! মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়বে! কিন্তু খানিক পরেই আবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সুখ-দুখের এমন আবর্তন—এটাই জীবনের বাস্তবতা। কিন্তু এ বাস্তবতার উভয় দিকই কি আমরা মেনে নিতে পারি? সুখের সময়টা আমরা প্রফুল্ল থাকতে পারলেও মুসিবতের সময়টা কিন্তু নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। বিপদাপদে পতিত হলে কেউ কেউ তো এমন কথাও বলে বসে, যা তার ইমানকেও বিনষ্ট করে ফেলে! আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে কত অনর্থক প্রলাপ বকতে থাকে! একজন মুসলিমের জন্য উচিত নয় যে, সে বিপদাপদ আর কষ্ট-মুসিবতে অস্থির হয়ে যা-তা বলতে থাকবে। তার জন্য জরুরি হলো, সে ধৈর্যধারণ করবে; সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক উপায় অবলম্বন করবে। তবেই কঠিন পরিস্থিতি আবার সহজে রূপান্তরিত হবে। মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যার সহজ সমাধান কীভাবে হতে পারে, বক্ষ্যমাণ বইটিতে এমন কিছু উত্তম উপায় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এর থেকে উপকৃত হবার তাওফিক দান করুন, আমিন।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায়

সমস্যার সমাধান

বই	সমস্যার সমাধান
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ	হাসান মাসরুর
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায়

সমস্যার সমাধান

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

রুহামা পাবলিকেশন

সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায়

সমস্যার সমাধান

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

প্রথম প্রকাশ
বরিউস সানি ১৪৪০ হিজরি / ডিসেম্বর ২০১৮ ইসায়ি

প্রাপ্তিস্থান

খিদমাহ্ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১২০ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

সুখশান্তির জন্যই তো মানুষের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা! কিন্তু কেউ কি পারে পার্থিব এ জীবনে সর্বদা সুখী থাকতে? পায় কি সব সময় শান্তির পরশ? না, দুনিয়ার সব ধরনের আরামদায়ক উপকরণের মাঝে থেকেও একজন মানুষ সর্বদা সুখী থাকতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদের সম্মুখীন তাকে হতেই হয়। আক্রান্ত হতে হয় নানা রোগবালা-মুসিবতে। জীবন চলার পথে হাজারো সমস্যা মানুষের সামনে আসে। সর্বোপরি যারা মুমিন, তাদের তো অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾

"আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের।"[১]

বিপদাপদ বা মুসিবতে আক্রান্ত হলে কীভাবে আমরা প্রতিকূল পরিস্থিতির ওপর স্থির ও দৃঢ়পদ থাকতে পারব, কোন উপায় অবলম্বন করে খুব সহজে সমস্যার সমাধান করতে পারব—এমন গুরুত্বপূর্ণ ৪০টি উপদেশ বা সমাধানের কথাই উল্লেখ করেছেন শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম তার 'আরবাউনা কায়িদাতান ফি হাল্লিল মাশাকিল' গ্রন্থে। গ্রন্থটি আমরা 'সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায়—সমস্যার সমাধান' নামে বাংলা অনুবাদ করেছি।

---

১. সুরা বাকারা : ১৫৫

বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকায় এর শেষে আমরা শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ. রচিত 'কালিমাতুন ফিল আজামাত'-এর বাংলা অনুবাদ 'বিপদে সান্ত্বনার বাণী' নামক গ্রন্থটিও সংযুক্ত করে একই সাথে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি; যাতে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকরা এ উভয় মূল্যবান গ্রন্থের উপদেশগুলোর ওপর আমল করে উপকৃত হতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। সকল পাঠককে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থদুটি পাঠ করে উপকৃত হবার তাওফিক দান করুন, আমিন।

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

অবতরণিকা ০৯
সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ৪০টি নসিহত ১১
১. বিপদে ইন্নালিল্লাহ পড়া ১৩
২. তাড়াহুড়া ছেড়ে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন ১৪
৩. ধৈর্যধারণ ১৫
৪. সুধারণা পোষণ ১৮
৫. সমস্যার বিষয়টা প্রকাশ না করে গোপন রাখা ২০
৬. বিপদকে তার পরিমাণের চেয়ে বড় মনে না করা ২১
৭. সমস্যা সমাধানে উত্তম পদ্ধতি প্রয়োগ করা ২২
৮. সমস্যার পরিণতির প্রতি লক্ষ করা ২৪
৯. বেশি বেশি ইসতিগফার পড়া ২৪
১০. মাসনূন দুআসমূহ আদায় করা ২৫
১১. আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করা ২৭
১২. সৃষ্টিজীবের প্রতি অনুগ্রহ করা ২৯
১৩. বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা ৩০
১৪. হারাম মাধ্যম গ্রহণ না করা ৩২
১৫. বিপদকে কখনো কল্যাণকর ভাবা ৩২
১৬. মৃত্যু, কবর, হিসাব, পুলসিরাত ও
কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা অধিক স্মরণ করা ৩৩
১৭. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করা ৩৪
১৮. পারতপক্ষে সরকারি মাধ্যম তথা
থানা-পুলিশ ও কোর্ট-কাছারির দ্বারস্থ না হওয়া ৩৫
১৯. সুন্দর কথা ও উত্তম আচরণ করা ৩৫
২০. সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিগুলো ভালোভাবে জানা ৩৬
২১. অধিক পরিমাণে দুআ ও কাকুতিমিনতি করা ৩৭
২২. মানুষের কষ্ট প্রদান ও ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ৩৮
২৩. বিপদ-আপদ এলে নামাজে দাঁড়িয়ে যাও ৩৯

২৪. মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ গ্রহণ করো ৪০
২৫. মনে রাখবে এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ নয় ৪১
২৬. আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজির প্রতি লক্ষ করা এবং তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা ৪২
২৭. ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ৪৩
২৮. কখনো সমস্যা সমাধানে কোনো ভালো মানুষের শরণাপন্ন হওয়া ৪৪
২৯. সমস্যার মূল কারণ বা উৎসের খোঁজ করা ৪৪
৩০. জবানের হিফাজত করা ৪৫
৩১. সমস্যা সমাধানের অর্থ সেটা চিরতরে শেষ হয়ে যাওয়া নয় ৪৫
৩২. তুমি সমস্যা নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থেকো না ৪৬
৩৩. প্রতিপক্ষের মনমেজাজ জানা ৪৬
৩৪. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা ৪৭
৩৫. বিভিন্ন মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জানা ৪৭
৩৬. পরামর্শ-কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়া ৪৮
৩৭. পরামর্শ করা ৪৮
৩৮. ইসতেখারা ৪৯
৩৯. সময়ক্ষেপণ ৫১
৪০. সকল বিষয় আল্লাহ তাআলার দিকে অর্পণ করা ৫২
পরিশিষ্ট ৫৩

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের ওপর।

পার্থিব এ জীবনে বিপদাপদ স্বাভাবিক একটি বিষয়। দুর্যোগের মেঘ যেন প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের মাথার ওপর বিদ্যমান; কেননা আমাদের এ আবাসস্থল—পরীক্ষা ও ভোগান্তির, চিন্তা ও পেরেশানির, বিপদ ও কষ্টের জগত। কখনো প্রিয়জনের বিরহে আমরা ব্যথিত হই। কখনো ব্যবসায় ক্ষতি বা সম্পদ ধ্বংস হওয়ায় চিন্তিত হই। কখনো কষ্ট পাই ভাইয়ে ভাইয়ে কিংবা সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কারণে। এমন আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোর কারণে আমাদের দুঃখ-কষ্টের শিকার হতে হয়।

মানুষ যেসব বিপদে আক্রান্ত হয়, তা চার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এক. নিজের বিপদ। দুই. তার অর্থ-সম্পদের বিপদ। তিন. তার সম্মান-মর্যাদার বিপদ। চার. পরিবার ও প্রিয়জনদের বিপদ। অনুরূপ বিপদে নিপতিত ব্যক্তিরা চার ভাগে বিভক্ত। এক. মুসলিম। দুই. কাফির। তিন. সৎ লোক। চার. অসৎ লোক।

এ সকল বিপদের আকস্মিকতা এবং অনেক সময় এর জন্য প্রস্তুতি না থাকায় এর সমাধানকল্পে কিছু মৌলিক নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এগুলো সব মানুষের জন্য এবং সকল পরিস্থিতির জন্য উপযোগী।

আল্লাহর কাছে আমরা সাহায্য ও তাওফিক প্রার্থনা করছি।

সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ৪০টি নসিহত

এ জগতে প্রত্যেকেই সুখ-শান্তির তালাশ করে। মুসলিম-অমুসলিম, নেককার-বদকার—সুখের জন্য দৌড়ঝাঁপ করে সব শ্রেণির মানুষই।

মহান আল্লাহ কাফিরদের কল্যাণ সন্ধানের বিবরণ দিয়ে বলেন–

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ﴾

"এবং তারা (ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের) বলে, তোমরা ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। [হে নবি,] আপনি বলে দিন, কখনোই নয়; বরং আমরা ইবরাহিমের ধর্মের ওপর আছি, যাতে কোনো বক্রতা নেই। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[২]

কারণ, ইহুদিদের ধারণা হলো, যে ইহুদিবাদ গ্রহণ করেছে, সে সঠিক পথ পেয়ে সফল হয়েছে। খ্রিষ্টানদের ধারণা, যে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করেছে, সে সঠিক পথ পেয়ে কৃতকার্য হয়েছে।

শুধু মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়ারও সুখের সন্ধান করে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে যখন সূর্যের প্রখর তাপ পড়ে, তখন তারা নিজের স্থান ছেড়ে কোনো গাছ কিংবা দেয়ালের খোঁজ করে, যাতে তার ছায়ায় একটু স্বস্তি পেতে পারে।

আর এ জগতে মানুষের অবস্থা হলো এমন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন–

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. ﴾

"অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরিশ্রমের ভেতর (কষ্ট-ক্লেশের মাঝে)।"[৩]

---

২. সুরা বাকারা : ১৩৫

৩. সুরা বালাদ : ৪

ইবনে কাসির রহ. (হাসান বসরি রহ.-এর সূত্রে) বলেন–

يُكَابِدُ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرًا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ:
يُكَابِدُ مَضَايِقَ الدُّنْيَا وَشَدَائِدَ الْآخِرَةِ.

"মানুষ দুনিয়ার কাজে কষ্ট করে এবং কষ্ট করে আখিরাতের কাজে। (হাসান বসরি রহ. থেকে) অন্য বর্ণনায় এসেছে, মানুষ দুনিয়ার দুঃখ-যাতনা ভোগ করে এবং পরকালের কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করবে।"[৪]

সুতরাং যখন কোনো বিপদ আসে এবং দুর্বিপাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উদ্ধার হওয়ার পথসমূহ সংকীর্ণ হয়ে আসে, তখন সমস্যার সমাধান অবশ্যই সময়, শ্রম ও সঠিক সিদ্ধান্তের দ্বারস্থ হবে।

এখন আমি কিছু ইতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যা সমস্যার সমাধান ও তার আঘাত লঘু করতে সাহায্য করবে। কিন্তু এ ধারণা করা যাবে না, কেউ এ বিষয়গুলো পড়লে তৎক্ষণাৎ সে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেয়ে যাবে—যা তার সমস্যাকে ওই মুহূর্তে শেষ করে দেবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, একটি বড় ইমারতের মতো—যা ফেটে গেছে বা কাত হয়ে পড়েছে। আর আমরা সবাই সেখানে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে তার অক্ষত অবশিষ্ট অংশটি হিফাজতের চেষ্টা করছি। এরপর তার পুনর্নির্মাণ এবং পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। আর নির্মাণকাজ তো ধ্বংসের মতো নয়। সুতরাং ব্যাপারটিতে অনেক শ্রম ও প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। এ ধারা বা নীতি গ্রহণ করলে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে সমস্যার সমাধান আশা করতে পারব, ইন শা আল্লাহ।

৪. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/৩৯৩

১. বিপদে ইন্নালিল্লাহ পড়া

ব্যক্তির ওপর যখন কোনো বিপদ আপতিত হয়, তখন তা সমাধানের প্রথম উপায় হবে– إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়া। বিপদে এ দুআ পাঠ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি আদর্শ। এটি অন্তরে এনে দেয় প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা। সহিহ মুসলিমে উম্মে সালমা রা.-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: {إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: ١٥٦]، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

"(তিনি বলেন,) আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত দুআ– إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ে বলবে– اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا তাকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ওই বিপদের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করবেন।"[৫]

আম্মাজান উম্মে সালামা রা.-এর অবস্থার প্রতি তুমি একটু চিন্তা করো। তিনি তাঁর স্বামী আবু সালামার ইনতেকালে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা ওই বিপদে তাঁকে উত্তম বদলা দিয়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য দান করে তাঁকে করেছিলেন সম্মানিতা।

এই বিকল্প প্রতিদান কখনো মেলে দুনিয়াতে, কখনো মিলবে পরকালে। আবার কখনো মিলতে পারে উভয় জগতে।

২. তাড়াহুড়া ছেড়ে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন

অধিকাংশ সমস্যা সংঘটিত হয় পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, পরিচিত লোকজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। এ জন্যই যখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়, তখন তা সমাধানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ও কার্যকর পদক্ষেপ হবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সে বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করা এবং ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করা।

সিদ্ধান্ত তোমার হাতে। আজ যদি তোমার কোনো সিদ্ধান্ত থাকে, তাহলে সেটি আগামীকালও তোমার থাকবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্বতা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। কারণ, হয়তো আগামীকাল তোমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও হতে পারে। বিশেষ করে, তোমার মন যখন শান্ত হবে, ক্রোধ দমে যাবে এবং অস্থিরতা দূর হবে, তখন তোমার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান আয়িশা রা.-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ وَالفُحْشَ.

"তুমি নিজের ওপর নম্রতা ও কোমলতাকে আবশ্যক করে নাও। এবং কঠোরতা ও অশালীন কথা থেকে দূরে থাকো।"[৬]

এরপর তিনি বলেন—

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

"নিশ্চয় কোমলতা সব জিনিসকেই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোনো জিনিসে কোমলতা পরিহার করা হলে তাকে কলুষিত করে দেয়।"[৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ সম্বোধন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা.-এর পরে সকল মুমিনকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

---

৬. সহিহ বুখারি : ৬০৩০

৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৯৪

আমরা কখনো দেখিনি, রাগ ও ক্রোধ কোনো কল্যাণ বয়ে এনেছে। আমি যদি তোমাকে ক্রোধতাড়িত ফয়সালার পরিণতির ফিরিস্তি বলি, তবে তুমি আশ্চর্য হবে। কত মানুষকে যে এ ক্রোধ পশুতে রূপান্তরিত করেছে! যার কারণে পিতার অনুগত ছেলে-সন্তানেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। নষ্ট হয়ে গেছে কত সাজানো পরিবার! কত কারাগার ভর্তি হয়েছে এ রাগের করণে! এ সবকিছুই ঘটেছে রাগের মুহূর্তে নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণে।

কত সুন্দর সে ফয়সালা—যাকে নম্রতা ও কোমলতা সৌন্দর্য দান করেছে!

৩. ধৈর্যধারণ

যদি কোনো বিপদের কথা তোমার কানে আঘাত করে, তবে অপর পৃষ্ঠে ধৈর্যের বাণী আসবেই। যদি এমন না হতো, তবে সমস্যার পর সমস্যা আসতেই থাকত। প্রবাহিত হতো হতাশা ও নিরাশার বিষাক্ত হাওয়া। কিন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি ধৈর্যের মাধ্যমে বিপদাপদ প্রতিকারের বিষয়টি তাদের আয়ত্তে দিয়ে দিয়েছেন।

ধৈর্য দ্বীনের অন্যতম স্থান। সালেকিনের স্তরসমূহের একটি স্তর। ধৈর্য জান্নাতের ধনভান্ডারসমূহ থেকে একটি ভান্ডার। আর আল্লাহ তাআলা তো ধৈর্যশীলদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন বিরাট পুরস্কার। ইরশাদ হচ্ছে−

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. ﴾

> "যারা ধৈর্যধারণকারী, তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে অপরিমিত।"[৮]

ইমাম আওজায়ি রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'ওজন বা পরিমাপ করে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে না; বরং (দয়াময় আল্লাহ) অঞ্জলি ভরে ভরে তাদের প্রতিদান দেবেন।'

---

৮. সুরা জুমার : ১০

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

"মুমিনের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক! তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। এ মর্যাদা মুমিন ছাড়া অন্য কারও জন্য নয়। যদি সে সুখ-শান্তিতে থাকে, তাহলে কৃতজ্ঞতা আদায় করে; ফলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে বিপদাক্রান্ত হয়, তখন সে ধৈর্যধারণ করে; ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।"[৯]

ধৈর্যের মর্ম হচ্ছে, ব্যথা-বেদনার মাঝে থেকেও সুন্দর ও উত্তম শিষ্টাচার প্রকাশ করা। মৃত্যু বা বিচ্ছেদের মতো বড় বড় ব্যাপারগুলোকে শুধু বিপদাপদ মনে করা যাবে না; বরং তোমাকে চিন্তিত করে এমন প্রত্যেক বিষয়ই বিপদ। উদাহরণত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। তখন তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে এ উক্তি করেছিলেন—'তোমাকে কষ্টদানকারী প্রত্যেক বস্তুই বিপদ।'

যখন কোনো মুসলিম বিপদে ধৈর্যধারণ করে না এবং তার জন্য সাওয়াবের আশা রাখে না, তখন তো বিপদের দিনগুলো গত হয়ে যায়; কিন্তু সে কষ্ট ভোগ করেও বঞ্চিত থেকে যায় সাওয়াব ও প্রতিদান লাভ করা থেকে। ধৈর্যের চেয়েও বড় স্তর হচ্ছে, আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণ ও ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি। অতএব তুমি আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণ ও ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

"(হে নবী) আপনি বলুন, আমাদের কাছে (ভালো-মন্দ) কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন।"[১০]

---

৯. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯

১০. সুরা তাওবা : ৫১

ইবনে রজব রহ. বলেছেন, 'ধৈর্য ও সন্তুষ্টির মাঝে পার্থক্য হলো, ধৈর্য মনকে ছেয়ে রাখে এবং ব্যথার অনুভূতি ও তা দূর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও মনকে বিরত রাখে অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে। অস্থিরতার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত কাজকর্ম থেকে অঙ্গপ্রতঙ্গকে ফিরিয়ে রাখে।

আর সন্তুষ্টি হচ্ছে, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি হৃদয়ের উন্মুক্ততা ও প্রশস্ততা। এবং ব্যথা-বেদনার অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তা দূর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। কিন্তু সন্তুষ্টি সে বেদনাকে ততক্ষণ হালকা করে রাখে, যতক্ষণ হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও আল্লাহর পরিচয় বিদ্যমান থাকে। আর যখন সেই সন্তুষ্টি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন ব্যথার অনুভূতি একেবারেই দূর করে দেয়।'

ইবনুল জাওজি রহ. বলেছেন, দুনিয়া যদি পরীক্ষার ঘর না হতো, তবে অসুখ-বিসুখ ও কষ্ট-ক্লেশ একের পর এক আসত না এবং কষ্টসাধ্য হতো না নবি-রাসুল ও অলি-আউলিয়ার জীবন।

তাদের জীবনের প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, আদম আ. দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত অনেক কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন। নূহ আ. তিন শ বছর কেঁদেছেন। ইবরাহিম আ. সহ্য করেছেন নিজের সন্তানকে কুরবানির পরীক্ষা এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কষ্ট। ইয়াকুব আ. কেঁদে কেঁদে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। মুসা আ. ফিরাউনের পক্ষ থেকে কত কষ্ট সয়েছেন এবং স্বীয় কওমের পক্ষ থেকে কত জ্বালা-যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছেন। ইসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর কষ্টময় জীবনে খোলা প্রান্তর ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না। আর আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটাত্মীয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় চাচা হামজা রা.-কে হারানোর ব্যথা এবং তাঁর প্রতি স্বীয় সম্প্রদায়ের অনীহার দুঃখ ভোগ করেছেন। জীবনভর সহ্য করেছেন দারিদ্রের কষ্ট।[১১] এঁরা ছাড়াও আরও

---

১১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ দারিদ্রতা ছিল ঐচ্ছিক। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিনি চাইলে মদিনার পাহাড়গুলোকে তাঁর জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেওয়া হতো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ছাড়াও হাদিয়া, যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল ইত্যাদি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদও তাঁর প্রচুর আসত, কিন্তু তিনি সম্পদ জমা না করে সব দান করে দিতেন। এ জন্য যারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দরিদ্র ভাবে তারা সঠিক সিরাত সম্বন্ধে অবগত নয়। মূলত তিনি দরিদ্র ছিলেন না, কিন্তু নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে দারিদ্রতার কষ্ট সহ্য করতেন। - সম্পাদক

অনেক নবি-অলি আছেন, যাদের কথা বললে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

যদি দুনিয়া স্বাদ-আহ্লাদের জন্য সৃষ্টি হতো, তাহলে মুমিনদের তাতে কোনো অংশই থাকত না। কবি সত্যই বলেছেন–

طُبعت على كدرٍ وأنت تريدُها ** صفواً من الأقذاء والأكدار

"দুঃখ-কষ্ট আর পঙ্কিলতায় তোমার সৃষ্টি,
অথচ সেই দুঃখ-যাতনা থেকে চাও মুক্তি।"

এখানে বিপদের ভার ও তার বেদনা বা আঘাত সহ্য করাতেই ধৈর্যধারণ সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিপদের প্রতিকার ও এর কারণে গোলমেলে হওয়া বিষয়গুলোকে পুনরায় বিন্যস্তকরণও ধৈর্যধারণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিপদের প্রতিকার কখনো আল্লাহর কাছে দুআর মাধ্যমে হবে। পরিবারসংক্রান্ত বিপদ হলে কখনো উত্তম শিষ্টাচার দান এবং কখনো সুন্দর আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে হবে। স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদসসংক্রান্ত বিপদ হলে কখনো স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে বা পূর্বের অবস্থায় বহাল রেখে প্রতিকার হতে পারে।

৪. সুধারণা পোষণ

আল্লাহ তাআলার প্রতি এ ধারণা পোষণ করা আবশ্যক যে, (তাঁর পক্ষ থেকে) স্বস্তি ও মুক্তি নিকটে। আর কাঠিন্যের সাথেই রয়েছে সহজতা। অনুরূপভাবে বিপক্ষ বা সমস্যায় আক্রান্ত লোকটার ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করতে হবে যে, হয়তো আমার সম্পর্কে তার কাছে নির্দিষ্ট কোনো চিন্তা আছে। আমার ব্যাপারে সে ভুল বুঝেছে অথবা তার কাছে কোনো অবাস্তব সংবাদ পৌঁছেছে। আর কোনো মুসলিমের প্রতি এরূপ সুধারণা পোষণ আত্মাকে অবশ্যই প্রশান্তি দেবে এবং এমন কিছু ওজর-অজুহাত অনুভূত হবে, যা বিপদকে করে তোলবে তুচ্ছ এবং সুন্দর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সমস্যা নিরসনে সাহায্য করবে। কিছু সমস্যা তো হয় কুধারণার ওপর ভিত্তি করে। আর কিছু সমস্যা হয় অমূলক কল্পনা ও অসম্পূর্ণ চিন্তাকে কেন্দ্র করে।

এখন আমি একজন লোকের কথা বলছি, যার অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে সমস্যা ছিল। সে ওই ব্যক্তির স্ত্রী-সন্তানদের কড়াকড়া কথা বলল এবং তাদের হুমকি-ধমকি দিল। কিন্তু তখন সেই ব্যক্তি ছিল সফরে। আর সফরে যাওয়ার পূর্বে তার কাছে সে একটি পত্র লিখেছিল, যেখানে সে ওজর পেশ করে ক্ষমা চেয়েছিল এবং নিজের অধিকার থেকে দাবি প্রত্যাহার করার কথা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু পত্রবাহক তা পৌঁছাতে বিলম্ব করেছিল। ফলে তার থেকে যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষ করুন, এই ব্যক্তি যে তার সাথির ব্যাপারে যেসব উচ্চবাক্য ও অন্যায় কথাবার্তা বলেছে, এর কারণে কি তাদের পূর্বের সম্পর্ক আবার ফিরে আসবে?

অপর একটি ঘটনার প্রতি লক্ষ করুন। উমর রা.-এর কন্যা হাফসা রা. যখন বিধবা হলেন, তখন উমর রা. আবু বকর রা.-এর নিকট তাঁকে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোনো উত্তরই দিলেন না। এরপর তিনি উসমান রা.-এর নিকট প্রস্তাব পেশ করলে উসমান রা. বললেন, আমার এখন বিবাহ করার ইচ্ছা নেই। উমর রা. তাঁদের দুজনের জবাবে কষ্ট পেলেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর এ অবস্থার কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানালেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

يَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ؛ وَيَتَزَوَّجُ عُثْمَانُ مَنْ هِيَ خَيْرٌ مِنْ حَفْصَةَ

"উসমানের চেয়েও উত্তম ব্যক্তি হাফসাকে বিবাহ করবে। আর উসমান হাফসা থেকেও উত্তম মেয়ে বিবাহ করবে।"[১২]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফসা রা.-কে নিজে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ করেন। আর উসমান রা.-এর সঙ্গে স্বীয় কন্যা রুকাইয়া রা.-এর বিবাহ দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে হাফসা রা.-এর বিবাহের পর আবু বকর রা. উমর রা.-এর সাথে দেখা করলেন এবং অজুহাত পেশ করে বললেন, মনে কষ্ট রাখবেন না। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বিবাহের ইচ্ছায়) হাফসার কথা আলোচনা করেছিলেন। আর আমি তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। তিনি যদি তাঁর ইচ্ছা ত্যাগ করতেন, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই বিবাহ করতাম।[১৩]

৫. সমস্যার বিষয়টা প্রকাশ না করে গোপন রাখা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি নির্দেশনা হলো–

مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَالْأَمْرَاضِ، وَالصَّدَقَةُ

> "বিপদ-মুসিবত ও অসুখ-বিসুখের কথা গোপন রাখা এবং সদাকা করা পুণ্যের কাজসমূহের অন্যতম।"[১৪]

মুসিবতের বিষয়টি যদি গোপন রাখা সম্ভব হয়, তাহলে তা গোপন রাখা আল্লাহ তাআলার একটি বড় নিয়ামত। এটা আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্টি-অস্থিরতা প্রকাশ না করে অটল থাকার গোপন রহস্য।

আহনাফ রহ. বলেন, চল্লিশ বছর হলো আমি আমার চোখের দৃষ্টি হারিয়েছি, কিন্তু আমি এটা নিয়ে কারও সাথে কথা বলিনি।

আতা রহ.-এর এক চোখ দিয়ে বিশ বছর পানি পড়েছে, কিন্তু তাঁর পরিবারের কেউ এটা জানতেও পারেনি।

শাকিক বালখি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি অন্যের কাছে তার মুসিবতে পতিত হওয়ার অভিযোগ করে, তার অন্তর ইবাদতের স্বাদ অনুভব করতে পারে না।

মন্তব্য : মানুষের বিপদাপদ কেটে গেলে অন্যকে তার বিপদ ও গোপন বিষয়টি জানানোর কারণে সে মনে মনে লজ্জাবোধ করে। বিষয়টি যেহেতু

---

১৩. সহিহ বুখারি : ৫১২২
১৪. শুআবুল ইমান : ৯৫৭৪

এমনই, সুতরাং মানুষের বিপদাপদের বিষয়টা প্রকাশ না করে গোপন রাখা উচিত। আর পারিবারিক সমস্যার কথা প্রকাশ করা তো আরও খারাপ, আরও বেশি জঘন্য। তুমি লক্ষ করলে দেখতে পাবে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত সমস্যার ব্যাপারে স্ত্রী যখন তার পরিবার-পরিজনের নিকট অভিযোগ করে, তখন এই সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত নয়—এমন বিষয়েও স্বামীর বদনাম করতে থাকে এবং তার নতুন-পুরাতন দোষগুলো বলতে থাকে। একপর্যায়ে তার পরিবার-পরিজন তার এই স্বামীকে অপছন্দ করতে শুরু করে এবং তাকে ঘৃণা করে। আর তখনই ছিড়ে যায় সম্পর্কের রশি। আবার যদি কখনো তাদের সমস্যার সমাধান হয়েও যায়, তবুও তাদের মনে তার প্রতি এক ধরনের ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে যায়। এ ছাড়াও মনের মধ্যে এই কথাগুলোর একটা প্রভাব থেকে যায়, যা ভবিষ্যতে স্বামীর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ধরনের খারাপ প্রভাব ফেলে।

৬. বিপদকে তার পরিমাণের চেয়ে বড় মনে না করা

কিছু মানুষ আছে, যারা সমস্যায় পড়লে কিংবা তাদের কোনো বিপদ হলে এমন করে যেন তারা পারলে আসমান-জমিন এক করে ফেলবে। মনে হয় তাদের সামনে দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে আসে। এবং তারা ভাবে এটাই তাদের দুনিয়ার শেষ। অথচ মানুষ একটা বিষয়কে অপছন্দ করে, কিন্তু আল্লাহ এর মধ্যেই তার জন্য কল্যাণ রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

"হয়তো তোমরা কোনো বিষয়কে অপছন্দ করো; অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"[১৫]

আমি এখানে এক মিশরীয় যুবকের কথা বলছি, যার সাথে আমার সরাসরি কথা হয়েছে। সে আমাকে বলেছে, একবার তাদের গ্রামে অনেক ফিতনা শুরু হলো। চারদিকে গুম, খুন আর অস্থিরতার পরিবেশ। আল্লাহ তাআলা তখন আমার ওপর রহম করলেন। আমি এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কয়েক

---

১৫. সুরা বাকারা : ২১৬

দিন পূর্বে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে বন্দী হলাম এবং পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার এক সপ্তাহ পর ছাড়া পেলাম। আমি বাইরে এসে চারদিকের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আর বন্ধুবান্ধবদের অবস্থা দেখে তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তাদের কেউ নিহত হয়েছে, কেউ দীর্ঘ মেয়াদে কারাবন্দী হয়েছে, আবার কেউ কেউ তাদের হাত-পা হারিয়েছে। তখন আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম এবং এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ রইল না যে, এই জেলে যাওয়ার বিষয়টা আমার জন্য রহমত হয়েই এসেছিল।

শুরাইহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন কোনো মুসিবতে আক্রান্ত হই, তখন চারবার শুকরিয়া আদায় করি। প্রথমত, আমার ওপর এর চেয়ে বড় বিপদ আসেনি। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলা আমাকে এর ওপর ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দিয়েছেন। তৃতীয়ত, এর জন্য আমি সাওয়াব ও প্রতিদান পেয়েছি। চতুর্থত, বিপদটা আমার দ্বীনি বিষয়ে আসেনি।

৭. সমস্যা সমাধানে উত্তম পদ্ধতি প্রয়োগ করা

এক লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমাকে নসিহত করুন। তিনি বললেন–

لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ

"তুমি রাগ কোরো না। লোকটি কয়েকবার তা বলল; তিনি প্রত্যেকবারই বললেন, তুমি রাগ কোরো না।"[১৬]

এরপর তিনি বললেন–

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

১৬. সহিহ বুখারি : ৬১১৬

"প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই হলো আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"[১৭]

রাগ সঠিক ও সুস্থ চিন্তার জন্য অন্তরায়। রাগ মানুষকে বিক্ষিপ্ত ও অস্থির চিন্তার দিকে ঠেলে দেয়। আর তখন মানুষ আবেগী হয়ে যায়। আবেগের বসে সে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু করে ফেলে। সুতরাং প্রথমে ভালোভাবে স্থির ও শান্ত হতে হবে। এরপর উত্তম পদ্ধতিতে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। অনেক জ্ঞানী মহিলা তাদের রাগী ও কর্কশ স্বামীর সাথে দয়া ও নম্রতার আচরণ করে। ফলে কিছু সময় পরেই আবার তার স্বামী তার কাছে ফিরে আসে।

এ ক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রচুর। আর এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এর আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন–

﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। (তাদের কথার) জবাবে তা-ই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন, আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"[১৮]

কিছু মানুষ আছে, যারা স্বভাবগতভাবেই রাগী। কথায় কথায় রেগে যায়। বন্ধুবান্ধবরা তাকে নিয়ে সর্বদা একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকে। তার সাথে কথা বলতে ভয় পায়। এমন বন্ধুর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এবং তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে এবং মাঝে মাঝে তাকে হাদিয়া দেবে।

---

১৭. সহিহ বুখারি : ৬১১৪

১৮. সুরা হা-মীম সাজদা : ৩৪

৮. সমস্যার পরিণতির প্রতি লক্ষ করা

সমস্যা ও জটিলতা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে ধৈর্য, সহ্য, শক্তি ও অবিচল থাকার দিক থেকেও মানুষের অন্তরসমূহ বিভিন্ন ধরনের। তুমি যাকে সমস্যা মনে করছ, অন্যজন তাকে সমস্যা নাও মনে করতে পারে। এ কারণেই সমস্যার ব্যাপারে ধারণা স্বচ্ছ হওয়া চাই; যাতে সমস্যার শেষ পরিণতি ও তার সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাপ করা যায়।

সুতরাং যখন কোনো স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়, তখন তার একেবারে ভেঙে না পড়া উচিত। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রথম স্বামীর চেয়ে উত্তম স্বামীও দান করতে পারেন। অনুরূপভাবে যখন কারও মা-বাবা মারা যায়, তখন তাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং এই ভেবে শুকরিয়া আদায় করতে হবে যে, দুনিয়া হলো আখিরাতের ফল বা ফসল সংগ্রহ করার খেতস্বরূপ। আর আল্লাহ তাআলা তাকে এখানে আরও কিছু সময় অবস্থান করে সংশোধন হওয়া ও আখিরাতের জন্য পুঁজি সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছেন।

এভাবে তুমি প্রতিটি সমস্যা ও মুসিবতকে পরিমাপ করবে। কখনো তুমি তাকে তার পরিমাণ ও পরিমাপের চেয়ে বড় ও কঠিন হিসেবে গ্রহণ করবে না। তুমি কখনো এটা মনে কোরো না যে—এটাই হলো দুনিয়ার শেষ, এর পর শুধু খারাপ আর ধ্বংসই রয়েছে।

৯. বেশি বেশি ইসতিগফার পড়া

অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো, আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তাঁর তাওফিক ও সাহায্য কামনা করা। আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণের একটি বড় মাধ্যম হলো, বেশি বেশি ইসতিগফার পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَن أَكْثَرَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ইসতিগফার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে সকল পেরেশানি থেকে মুক্ত করবেন এবং সকল সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত রিজিক দান করবেন।"[১৯]

আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটি নিয়ামত এই যে, তিনি আমাদের জিহ্বাকে অনেক হালকা বানিয়েছেন এবং কোনো ধরনের কষ্ট ছাড়াই তার নড়াচড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

১০. মাসনূন দুআসমূহ আদায় করা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বিপদ-মুসিবতের সময় অস্থিরতা ও পেরেশানি দূর করার দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ে কষ্ট পেতেন, তখন বলতেন–

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

"হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর সত্তা, আমি আপনার রহমতের ওসিলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[২০]

অপর এক সহিহ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেরেশানি ও বিপদের সময় এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন–

اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

"আল্লাহ আমার রব। তাঁর সাথে আমি কোনো কিছুকে শরিক করি না।"[২১]

---

১৯. মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৪

২০. সুনানে তিরমিজি : ৩৫২৪

২১. মুসনাদে আহমাদ : ২৭০৮২

সহিহ বুখারিতে একটি দুআ পড়ার কথা এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট দুঃখ, পেরেশানি, অপারগতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"[২৪]

কোনো বিষয় কঠিন ও কষ্টকর হলে এই দুআ পড়বে–

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

"হে আল্লাহ, আপনি যা কিছু সহজ করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছু সহজ নেই। আর আপনি চাইলে দুঃখকে সহজ করে দেন।"[২৫]

দুআর মাধ্যমে সবকিছুই অর্জন করা সম্ভব। এমনকি দুআর মাধ্যমে তাকদিরও পরিবর্তন হয়। হাদিস শরিফে এসেছে–

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ

"একমাত্র দুআই তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারে।"[২৬]

১১. আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করা

বিপদ-মুসিবতে (কেউ) আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করতে পারাটা (তার জন্য এটা) আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটি নিয়ামত। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের সময় আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে তাঁর

২৪. সহিহ বুখারি : ৬৩৬৯

২৫. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৩৫১

২৬. সুনানে তিরমিজি : ২১৩৯

ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থেকে বিষয়গুলোর সহজতার জন্য দুআ করার মধ্যে রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি। ইবাদত ও নৈকট্যের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো, আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা এবং সকল বিষয় তাঁর ওপর ন্যস্ত করা।

তাওয়াক্কুলের মধ্যে মনের স্থিরতা, দিলের প্রশান্তি ও অন্তরের নিশ্চিন্ততা রয়েছে। যারা এই মহান গুণের অধিকারী, আল্লাহ তাআলা তাদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।"[২৭]

কেউ কি তার প্রেমাস্পদকে কষ্ট দেয়? তাকে দূরে সরিয়ে রাখে? তার থেকে আড়ালে থাকে?

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।"[২৮]

তাওয়াক্কুলের ফজিলত অনেক। এর প্রমাণ এই আয়াত। আর এটা উপকার অর্জন এবং অপকার দূর করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সকল বিষয় পরিচালনা করেন। সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাঁরই হাতে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾

---

২৭. সুরা আলে ইমরান : ১৫৯

২৮. সুরা তালাক : ৩

"তিনিই সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোনো শাফাআতকারী নেই।"[২৯]

প্রত্যেকেরই এই বিশ্বাস রাখতে হবে, সমস্যা সমাধানে যে চেষ্টা-মুজাহাদা ও কষ্ট-ক্লেশ সে করে, এগুলো আসবাব গ্রহণ ও মাধ্যম অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সমস্যার সমাধান ও সবকিছুর পরিচালনা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই করে থাকেন। তিনি যা চান, তা-ই হয়। এবং যা চান না, তা হয় না। তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ হাদিস নিয়ে একটু চিন্তা করো। তিনি বলেন–

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ.

"আর জেনে রাখো, যদি সমগ্র জাতি তোমার কোনো উপকার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তাহলে তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।"[৩০]

১২. সৃষ্টিজীবের প্রতি অনুগ্রহ করা

যে সকল মাধ্যমে চিন্তা-পেরেশানি ও অস্থিরতা দূর হয়, তার একটি হলো 'সৃষ্টিজীবের প্রতি অনুগ্রহ করা'।

---

২৯. সুরা ইউনুস : ৩

৩০. সুনানে তিরমিজি : ২৫১৬

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

"তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভালো নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনকল্পে করত, তা স্বতন্ত্র। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বড় প্রতিদান দেবো।"[৩১]

শাইখ আব্দুর রহমান সাদি রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে মানুষের প্রতি এই বার্তা দিয়েছেন যে, এই সবগুলো কাজই কল্যাণকর। এগুলো যার থেকেই প্রকাশ পাবে, তার জন্য তা কল্যাণকরই হবে। আর কল্যাণের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন হয় এবং অকল্যাণ দূর হয়। প্রতিদানের আশাবাদী মুমিনকে আল্লাহ তাআলা মহাপ্রতিদান দান করে থাকেন। আর সবচেয়ে বড় প্রতিদান হলো, চিন্তা-পেরেশানি ও দুঃখ-কষ্ট দূর হওয়া।'

শাইখ রহ. বলেন, 'বান্দার সফলতা হলো ইখলাসের সাথে তার মাবুদের ইবাদত করা এবং সৃষ্টিজীবের কল্যাণ সাধন করা।'

১৩. বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা

আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে বক্ষ প্রশস্ত হয়, হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়, দূর হয় সব ধরনের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি। বিশেষ করে, দুঃখ-মুসিবতের সময় বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করলে অন্তর প্রশান্ত হয়। কেননা, অন্তর নিশ্চিন্ততা ও চিন্তামুক্ত থাকার ক্ষেত্রে জিকিরের অনেক প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

---

৩১. সুরা নিসা : ১১৪

"জেনে রেখো, আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"[৩২]

জিকির, যেমন : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ("আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!") দুআটি বলা।

সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ}

"ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ – ইবরাহিম আ.-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি এ দুআটি বলেছিলেন। অনুরূপ দুআটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও বলেছিলেন, যখন তারা (মুনাফিকরা) তাঁকে বলেছিল (কুরআনের ভাষায়)— إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ["লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। অতএব তাদের ভয় করো। আর এটা তাঁদের ইমানই কেবল বৃদ্ধি করল। আর তাঁরা (মুমিনরা) বলল, আল্লাহ তাআলা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম দায়িত্বগ্রহণকারী।]"[৩৩]

এভাবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ["আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি নেই।"] দুআটি পড়া।

---

৩২. সুরা রা'দ : ২৮

৩৩. সহিহ বুখারি : ৪৫৬৩

১৪. হারাম মাধ্যম গ্রহণ না করা

মানুষ বিপদে পতিত হলে বুঝতে পারে, সে বিপদে পতিত হয়েছে। পাশাপাশি সে এটাও জানতে পারে যে, তার বিপদে পতিত হওয়ার মূল কারণটা আসলে কী? হোক সেটা তালাক, বিচ্ছেদ বা অন্য কোনো সমস্যা। সুতরাং প্রত্যেক বিপদগ্রস্তকে এই নতুন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সমাধানের একটা সহজ ও সঠিক পথ বের করতে হবে।

কখনো কখনো সমস্যার সমাধানটা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হবে। মনে হবে তার সামনে সমাধানের সকল পথ বন্ধ। সাথে ভয় ও দুর্বলতা তো আছেই। তখন কেউ কেউ এসে তাকে নাজায়েজ পন্থা অবলম্বনের জন্য পীড়াপীড়ি করবে। যেমন : জাদুকার, গণক, জ্যোতিষীদের কাছে যেতে বলবে। তখন কেউ কেউ প্রতিশোধের নেশায় এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতির মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় তাবিজ-কবজ ও জাদু-টোনার মাধ্যমে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলবে। এমনটি করা উচিত নয়। এটা নাজায়েজ।

হে বিপদগ্রস্ত (ভাই/বোন), তুমি ধৈর্যধারণ করো। তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিদান পাবে। তুমি জাদু-টোনা করে কাউকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে নিজের জীবনকে শেষ করে দিয়ো না।

১৫. বিপদকে কখনো কল্যাণকর ভাবা

বান্দার দৃষ্টি সীমিত ও তার জ্ঞান অল্প। আজ সে যেটাকে বিপদ ও মুসিবত মনে করছে, হয়তো আগামীকালই এটা তার জন্য কল্যাণ ও পুরস্কার হিসেবে সামনে আসবে। যেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

> "পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ-ই (সব) জানেন, তোমরা জান না।"[৩৪]

এই আয়াতের মধ্যে বান্দার জন্য হিকমত, রহস্য ও কল্যাণের অনেকগুলো দিক রয়েছে। বান্দা যদি জানত যে, হয়তো তার এই অপ্রিয় বিষয়টিই সামনে তার জন্য প্রিয় হয়ে আসবে, আবার প্রিয় বিষয়টি অপ্রিয় হয়ে আসবে; তাহলে সে কখনো কল্যাণের আকৃতিতে অকল্যাণ আসার ব্যাপারে নিরাপদ থাকত না, আবার অকল্যাণের আকৃতিতে কল্যাণ আসার ব্যাপারে নিরাশ হতো না। কারণ, সে তো শেষ পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। একমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই আগ-পরের সবকিছু জানেন।

কত রমণী আছে, যাদের তালাক তাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে। সে ধৈর্যধারণ করেছে এবং সাওয়াবের আশা করেছে; ফলে এটা তার জন্য সাওয়াব, ইবাদত ও নৈকট্যলাভের কারণ হয়েছে। কখনো কখনো তো তার জন্য পূর্বের স্বামীর চেয়েও উত্তম স্বামী এসে যায়। কত বাবা রয়েছে, সন্তান সম্পর্কে যাদের ধারণা একেবারে কদর্য হয়ে যায়। কিন্তু এ কারণেই সে তার আদর্শ ও দীক্ষার বিষয়গুলো নতুন করে খতিয়ে দেখে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকরই হয়। কত মানুষ রয়েছে, যাদের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড রকম বিপদ-মুসিবত আসে। ফলে প্রথমদিকে এটা তার জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটাই হয় তার আনন্দ ও প্রশান্তির উপলক্ষ্য।

১৬. মৃত্যু, কবর, হিসাব, পুলসিরাত ও কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা অধিক স্মরণ করা

এখন বেশির ভাগ মানুষই নিজ আমলের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে উদাসীন। আর কেউ যখন কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে এ ব্যাপারে কতটা

---

৩৪. সুরা বাকারা : ২১৬

সীমালঙ্ঘন করেছে!

জ্ঞানী ব্যক্তি জানে, তার নিশ্চিন্ত ও সুখের জীবন খুবই সীমিত। আর বিপদ ও মুসিবত যত বড়ই হোক না কেন, মৃত্যু ও তার যন্ত্রণার সামনে তা একেবারেই নগণ্য।

সুতরাং মৃত্যুর স্মরণ অন্য সব বিষয়কে তুচ্ছ করে তোলে এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার বিপদ-মুসিবতকে হালকা করে দেয়। এটা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়াবহতাকে মানুষের নিকট বড় ও গুরুত্ববহ করে তোলে এবং দুনিয়ার বিপদ-মুসিবতকে একেবারেই তুচ্ছ করে দেয়।

মুমিন কষ্ট-মুসিবতের ওপর সবচেয়ে বেশি ধৈর্যধারণ করে। কঠিন বিপদের সময় প্রশান্ত চিত্তে দৃঢ়তার সাথে নিজ অবস্থানের ওপর অটল থাকে। কারণ, সে জানে—পরকালের জীবনের তুলনায় তাদের দুনিয়ার জীবন খুবই ছোট। সুতরাং তারা এটা কামনা করে না, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই দুনিয়া তাদের জন্য জান্নাত হয়ে যাক।

১৭. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করা

এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন থাকে। কখনো কখনো মানুষকে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, যা সন্দেহযুক্ত অথবা মাকরুহ আবার কোনোটা সরাসরি হারাম। আর তখন সে তার মনিবকে খুশি করার জন্য তা অবলীলায় করে ফেলে। যেমন : কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে খুশি করার জন্য এমন হারাম কাজ করে ফেলে, যাতে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য আল্লাহর নাফরমানি করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ طَلَبَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللهِ بِرِضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَيْهِمْ

"যে ব্যক্তি মানুষের ক্রোধ সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাআলা-ই মানুষের ব্যাপারে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

আর যে আল্লাহর ক্রোধ সত্ত্বেও মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তার সকল দায়-দায়িত্ব মানুষের কাছেই অর্পণ করে দেন।"[৩৫]

এ কারণেই কোনো হারাম সিদ্ধান্ত ও সমাধানের পথ বেছে নেওয়া জায়েজ নেই। চাই সেটা নিজের ব্যাপারে হোক কিংবা আল্লাহর হকের ব্যাপারে হোক বা হোক তা মানুষের হকের ব্যাপারে। সুতরাং আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো সমাধানই সমাধান নয় এবং কোনো কল্যাণই কল্যাণ নয়।

১৮. পারতপক্ষে সরকারি মাধ্যম তথা থানা-পুলিশ ও কোর্ট-কাছারির দ্বারস্থ না হওয়া

মানুষের সমস্যা বিভিন্ন ধরনের। উত্তম আচরণ, ধৈর্যধারণ ও ভেবে-চিন্তে, ধীরে-সুস্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণই সমাধানের জন্য যথেষ্ট। আর এ কারণেই যথাসম্ভব থানা-পুলিশ ও কোর্ট-কাছারির দ্বারস্থ না হওয়া উচিত; যাতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ না বাড়ে এবং দূরত্ব ও ফাটল আরও গভীর না হয়। আবার কখনো তো এ কারণেই উক্ত সমস্যাটা আরও গভীর ও জটিল আকার ধারণ করে। সুতরাং মধ্যস্থতা ও উপদেশবাণী শোনানোর পরও সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় না হলে, তবেই সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সরকারি মাধ্যম গ্রহণ করা যেতে পারে। কিছু বিচারকার্য অবশ্য (পরস্পর নসিহত ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে না করে) সরাসরি শরয়ি আইনে করলেই অধিকার আদায় নিশ্চিত হয়; বিশেষত প্রতিপক্ষ যদি মূর্খ, গোঁয়ার, বিদ্বেষী ও হিংসুক প্রকৃতির হয়।

১৯. সুন্দর কথা ও উত্তম আচরণ করা

সুন্দর কথা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে বেশির ভাগ সমস্যাই সমাধান হয়ে যায়। উভয় দিকের লোককেই বাস্তবতার প্রতি লক্ষ করে উত্তম আচরণ প্রকাশ করতে হবে এবং পরিহার করতে হবে নেতিবাচক বিষয়গুলো।

৩৫. মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুইয়াহ : ১১৭৫

এ বিষয়টি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই কাম্য। অনুরূপভাবে নিকটাত্মীয়, পরিচিতজন এবং প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ, এ সকল সম্পর্ক অনেক দীর্ঘ; বরং বলা যায় চিরজীবনের। সুতরাং সামান্য খারাপ আচরণ ও আঘাত দিয়ে কথা বলার মাধ্যমে সম্পর্ক নষ্ট করা ঠিক নয়। এ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা উচিত। তুমি আল্লাহ তাআলার এই কালাম নিয়ে একটু ভেবে দেখো। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

"যারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[৩৬]

রাগ সংবরণ ক্রমান্বয়ে ক্ষমা প্রদর্শনের দিকে নিয়ে যায়; বরং বলা যায়, ধীরে ধীরে দয়া ও ইহসানের পথে ধাবিত করে। কেউ যদি এ উত্তম আচরণগুলোর একটি আচরণও প্রয়োগ করে, তাহলে এর প্রভাব অনেক গভীরে গিয়ে পড়ে। আর যদি সব উত্তম আচরণই গ্রহণ করে, তাহলে এর প্রভাব কতটা হবে, একবার ভেবে দেখো!

২০. সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিগুলো ভালোভাবে জানা

প্রবাদ আছে, মাথায় কুড়ালের আঘাত লাগলে প্রথমে জেনে নাও, আঘাতটা কতটা গভীর; এরপর সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করো। সুতরাং সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি জানা থাকলে সমাধান সহজ হবে। ইলম ও তদনুযায়ী আমল বৃদ্ধির জন্য সর্বোত্তম হলো, কুরআন-সুন্নাহ এবং বিভিন্ন ইসলামি বই পড়া। এ ছাড়াও উপকারী ইসলামি আলোচনা ও বয়ান শোনার মাঝেও আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, বিভিন্ন ক্যাসেটের দোকানে এবং ইসলামি লাইব্রেরিগুলোতে বিভিন্ন নামে

---

৩৬. সুরা আলে ইমরান : ১৩৪

এ সংক্রান্ত প্রচুর বই রয়েছে। বৈবাহিক জীবনের আচার-আচরণ, শিশু লালনপালনের পদ্ধতি, প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ ইত্যাদি।

২১. অধিক পরিমাণে দুআ ও কাকুতিমিনতি করা

আমাদের যত চিন্তা-পেরেশানি ও দুঃখ-কষ্ট, তার সবই আমাদের পাপ ও অপরাধের কারণেই এসে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

"আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে আঘাত করেছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।"[৩৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদাপদ আপতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ মার্জনা করে দেন।"[৩৮]

মুহাম্মাদ বিন সিরিন রহ. যখন ঋণে জর্জরিত হয়ে পেরেশান হলেন, তখন তিনি বললেন, 'অবশ্যই আমি জানি, এই পেরেশানি আমার গুনাহের কারণেই এসেছে—যা আমি চল্লিশ বছর ধরে করেছি।'

---

৩৭. সুরা আনকাবুত : ৪০

৩৮. সুরা শুরা : ৩০

আমরা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কত যে সীমালঙ্ঘন করেছি এবং কত গুনাহ ও অপরাধ যে করেছি, তার কোনো হিসেব নেই! কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তাই আমাদের দুঃখ-মুসিবত ও বিপদের সময় যেন আমরা আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করি এবং তার নিকট তাওবা করি। আল্লাহ আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের ভুলত্রুটিগুলো মার্জনা করবেন। পরিশেষে আমি আবারও বলছি, গুনাহের কারণেই বিপদাপদ নেমে আসে, আবার তাওবার কারণে তা উঠে যায়।

২২. মানুষের কষ্ট প্রদান ও ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা

প্রতিটি মুসলমানেরই এ কথা জানা উচিত যে, মানুষের কষ্টপ্রদান বিশেষ করে খারাপ কথা ও অন্যায় অপবাদের মাধ্যমে কষ্টপ্রদান তার বিশেষ কোনো ক্ষতি করবে না; বরং এটা উল্টো ওদেরই ক্ষতির কারণ হবে। তুমি ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর এই সুন্দর ও অতি মূল্যবান কথাটা মনে রেখো। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি মানুষের কথা শোনা থেকে মুক্ত থাকতে চায়, সে পাগল। তারা তো আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বলে যে, তিনি তিনজনের একজন। নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলে জাদুকর, পাগল। তাহলে তোমার কি মনে হয় যে, যারা তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের, তারা নিরাপদ থাকবে?”

মিথ্যা অপবাদ থেকে রবের মর্যাদা নিরাপদ নয়, নবুওয়াতের অবস্থান নিরাপদ নয়, আর তুমি মানুষের কথা শোনা থেকে নিরাপদ থাকবে? তুমি সর্বদা এই দুআ করবে, হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনিই যথেষ্ট হয়ে যান।

যে ব্যক্তি তার জবানকে হিফাজত করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানিত করবেন। তাকে পুরস্কার ও প্রতিদান দেবেন; বিশেষ করে, মানুষের ঠাট্টা-উপহাস ও অন্যায়-অপবাদ শোনার পরও যে নিজ জবানকে হিফাজত করে। তুমি এমন প্রতিদানের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমাকে দেওয়া হবে; অথচ তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জান না। তবে কিয়ামতের দিন যখন আমলনামা খোলা হবে, তখন তা দেখতে পাবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

"তুমি তোমার জবানকে হিফাজত করো এবং নিজ ঘরকে প্রশস্ত করো এবং নিজ ভুলের কারণে ক্রন্দন করো।"[৩৯]

২৩. বিপদ-আপদ এলে নামাজে দাঁড়িয়ে যাও

নামাজের মধ্যে রয়েছে হৃদয়ের প্রশান্তি, অন্তরের নিশ্চিন্ততা। নামাজের মাধ্যমে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতে সাহায্য চাইলে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন। আল্লাহ তআলা বলেন–

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ﴾

"তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্য এটা অনেক কঠিন, তবে বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।"[৪০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

يَا بِلَالُ، أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ.

"হে বিলাল, নামাজের মাধ্যমে আমাদের শান্তি দাও।"[৪১]

[*নোট. এখানে নামাজের মাধ্যমে শান্তি দেওয়ার অর্থ হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলাল রা.-কে ইকামতের আদেশ দিতেন। অর্থাৎ ইকামতের মাধ্যমে নামাজ শুরু হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করতেন। এ কথাটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, "হে বিলাল, নামাজের মাধ্যমে আমাদের শান্তি দাও।" সুনানে আবু দাউদের বর্ণনা থেকে এর ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। দেখুন-*

---

৩৯. শুআবুল ইমান : ৭৮৪

৪০. সুরা বাকারা : ৪৫

৪১. মুসনাদে আহমাদ : ২৩০৮৮

সুনানে আবু দাউদ : ৪/২৯৬, হা. নং ৪৯৮৫ (প্র. আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত) - সম্পাদক]

আমরা নামাজের মধ্যে রুকু-সিজদাতে আমাদের নিচুতা-হীনতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট আমাদের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের কথা প্রকাশ করব। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার যে, তুমি তোমার বিপদ-মুসিবতের সময় একান্তে আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের বিপদ ও সমস্যার কথা প্রকাশ করবে এবং মুনাজাত করে তাঁর সাথে কথা বলে নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলবে। আর প্রশান্ত করবে নিজের মনকে।

২৪. মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ গ্রহণ করো

যারা বিপদ-মুসিবতে ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা সাওয়াব, প্রতিদান, উঁচু মর্যাদা ও পাপমোচন লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

"যারা ধৈর্যধারণকারী, তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে অপরিমিত।"[৪২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ، إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ

"মুমিন বান্দার যখন কোনো রোগব্যাধি, কষ্ট-মুসিবত, চিন্তা-পেরেশানি এবং তার কোনো ক্ষতিসাধন হয়; এমনকি তার যদি কোনো কাঁটাও বিঁধে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন।"[৪৩]

---

৪২. সুরা জুমার : ১০

৪৩. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৩

যখন ইবরাহিমের ইবাদতগুজার মায়ের পা পশুর পায়ের আঘাতে ভেঙে গেল, অতঃপর লোকেরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আসলো, তখন তিনি বললেন, দুনিয়ার মুসিবত না আসলে আমরা তো নিঃস্ব হয়ে আখিরাতে পুনরুত্থিত হবো।

উমর রা.-এর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে বললেন, 'কোনোভাবে তোমার কষ্ট হলে সেটাই তোমার জন্য মুসিবত।'

ইবনে আবিদ্দুনিয়া রহ. বলেন, 'তাঁরা (সালাফে সালেহিন) রাতের জ্বর কামনা করতেন, যাতে এর মাধ্যমে তাদের পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

"কোনো মুমিন বান্দা যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় বা অন্য কিছুর দ্বারা কষ্ট পায়, এর বিনিময়ে তার জন্য একটি মর্যাদা লিখে দেওয়া হয় এবং তার একটি ভুল মার্জনা করা হয়।"[৪৪]

ইমাম নববি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এই হাদিসে মুসলমানদের জন্য এক মহাসুসংবাদ রয়েছে। কারণ, মানুষ খুব কম সময়ই এ সকল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আর এতে তার রোগব্যাধি ও দুনিয়াবি কষ্ট-মুসিবতের মাধ্যমে তার গুনাহ ও ভুল-ত্রুটিগুলোরও কাফফারা হয়ে যাচ্ছে।'

২৫. মনে রাখবে এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ নয়

বিপদাপদ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট। কিন্তু প্রতিটিরই একটা নির্ধারিত পরিমাণ আছে। আর বিপদাপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, দ্বীনের ক্ষেত্রে বিপদ। দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতি হলো,

---

৪৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৭২

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এটি এমন ক্ষতি, যার পর আর কোনো ক্ষতি নেই। এটি এমন বঞ্চনা, যার পরে আর কোনো আশা নেই। কিন্তু আমরা এটাকে কোনো ক্ষতিই মনে করি না। তুমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করবে যে, কোনো মহিলার স্বামী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে, তাহলে সে অনেক চিন্তিত হয়ে পড়ে; কিন্তু তার দ্বীনের বিষয় নিয়ে সে এতটা পেরেশান নয়। অথচ তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েটা একটা অনুমোদিত বিষয়।

২৬. আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজির প্রতি লক্ষ করা এবং তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা

মানুষের কাছে বিপদ-মুসিবত ও কষ্ট-ক্লেশ সবচেয়ে বেশি হালকা ও সহজ মনে হবে, যদি তার ওপর আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করা হয়। যেমন সে নামাজ আদায় করতে পারছে, ইসতিগফার করতে পারছে এবং রোজা রাখতে পারছে, কিন্তু অনেকেই তা পারছে না। সে দুই পায়ের ওপর ভর করে হাঁটতে পারছে, কিন্তু অনেকেই তা পারছে না। এই তো তার দুটি হাত আছে, দুটি চোখ আছে, কিন্তু অন্য আরেকজনের হাত নেই, চোখ নেই। এরকম বিভিন্ন নিয়ামত নিয়ে চিন্তা করা ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

সালাফে সালেহিনের কেউ একজন বলেছেন, 'নিয়ামতের স্মরণ আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি করে।' এক লোক মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি' রহ. এর হাতে ফোড়া দেখে ঘাবড়ে গেল। তখন তিনি তাকে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, এটা তো আমার জিহ্বায় বা আমার চোখের কোনায় হয়নি।'

এক লোক ইউনুস বিন উবাইদের নিকট এসে তার দুরবস্থা ও জীবনযাপনের সংকীর্ণতার অভিযোগ করল এবং সে এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়টি তার কাছে বলল। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এতে খুশি হবে যে, তোমার চোখে হাজারো সমস্যা সৃষ্টি হোক? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কানে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার জিহ্বায়? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার বিবেকে? সে বলল, না। এভাবে তিনি তাকে

তার ওপর আল্লাহ তাআলার নিয়ামতগুলো স্মরণ করিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, আমি তো তোমাকে হাজারো দিক দিয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি, অথচ তুমি তোমার কষ্টের অভিযোগ করছ?

মানুষ যখন বিপদ-মুসিবত ও কষ্ট-ক্লেশের সময় তার ওপর আল্লাহর নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করবে, তখন বিষয়টি তার কাছে একেবারে হালকা মনে হবে। এটা তাকে আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে শুকরিয়া আদায়ের দিকে নিয়ে যাবে এবং বিপদ-মুসিবতকে হালকা করে তোলবে।

২৭. ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া

কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ করবে যে, এর ভালোর দিকটা বেশি নাকি খারাপের দিকটা বেশি? অর্থাৎ বিষয়টিকে একটা পৃষ্ঠায় লিখবে এবং তার ইতিবাচক দিকটির একটা ঘর এবং নেতিবাচক দিকটির একটা ঘর রাখবে। অতঃপর বিভিন্নভাবে তার সমাধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং সমাধানের প্রতিটি দিকের জন্য একশ করে নম্বর নির্ধারণ করবে। প্রত্যেক সমাধানের ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের মধ্যে একশ নাম্বার ভাগ করে দেবে। তবে একটি বিষয় ভালোভাবে খেয়াল রাখবে যে, ইতিবাচক দিকটিকেই একটু বেশি নম্বর দেওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ, নেতিবাচক দিকটির ফলাফল অজানা, যা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে। আর তা ভালোও হতে পারে, আবার খারাপও হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, এক পরিবারে এক স্ত্রীর তার স্বামীর সাথে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তখন সে কয়েকটি সিদ্ধান্ত স্থির করবে। যেমন :

সমাধান	ইতিবাচক দিক	নেতিবাচক দিক
১. সে তার বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজ পরিবারের নিকট চলে যাবে। ---------	৭০% -----------	৩০% -----
২. তার চাচা অথবা মসজিদের ইমামকে বিষয়টি জানাবে। ----------------	৫০% ----------	৫০% -----
৩. ধৈর্যধারণ করবে এবং সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করবে। ----------	৮০% ----------	২০% -----

এই পর্যবেক্ষণের পর দেখা যাবে যে, তৃতীয় সমাধানটি সবচেয়ে কম ক্ষতিকর। সুতরাং সে সেটাকে গ্রহণ করবে।

২৮. কখনো সমস্যা সমাধানে কোনো ভালো মানুষের শরণাপন্ন হওয়া

কোনো কোনো সমস্যা ও জটিলতা এমন রয়েছে, যার সমাধান করার ক্ষেত্রে অপর কোনো ভালো মানুষের শরণাপন্ন হতে হয়। যেমন : কোনো মহিলার স্বামী মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করে না। এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষ থেকে মসজিদের ইমাম সাহেবকে জানাতে হবে। ইমাম সাহেব তার স্বামীর সাথে বারবার সাক্ষাৎ করবেন। তাকে সালাম দেবেন, মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়ের তাগিদ দিতে থাকবেন। আবার কখনো কখনো ছেলে সন্তানদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নিকটাত্মীয় বা শিক্ষকদের শরণাপন্ন হতে হয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে—যাকে সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে, তার সাথে কথা বলার সময় শুধু উক্ত সমস্যার কথাই বলবে। তাকে অন্য কোনো সমস্যার কথা বলা যাবে না এবং পূর্বের কোনো সমস্যার কথাও বলা যাবে না; বরং তাকে শুধু ঐ বিষয়টাই স্পষ্ট করে বলবে, যাতে সমস্যা সমাধানে এটা সহায়ক হয়।

২৯. সমস্যার মূল কারণ বা উৎসের খোঁজ করা

বেশির ভাগ সমস্যা একদিনে হঠাৎ করে তৈরি হয় না; বরং বিভিন্ন কারণে ধীরে ধীরে সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন : কোনো যুবক-যুবতি একদিনে বিপথগামী হয়ে যায় না; বরং বিভিন্ন কারণে ধীরে ধীরে কমবেশ কিছু কাল অতিক্রম হওয়ার পর তবেই তারা বিপথগামী হয়ে ওঠে। যেমন : কেউ মোবাইল, টেলিভিশন, খারাপ বন্ধু ইত্যাদির কারণে ধীরে ধীরে বিপথে চলে যায়। সুতরাং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমে তার মূল কারণ সম্পর্কে জানতে হবে। যাতে করে মূল থেকে সমস্যার সমাধান করা যায়। সমাধান সাময়িক বা অস্থায়ী কোনো জিনিস নয়। পূর্বের বিষয় জানা না থাকা বা সমস্যার মূল কারণটা অনেক শক্তিশালী ও প্রভাববিস্তারকারী হওয়ার কারণে

এর সমাধান করতে অনেক সময় লেগে যায়। অনুরূপভাবে বিপথগামী বা সমস্যায় পতিত ব্যক্তির কারণেও সমাধানে অনেক সময় লেগে যায়।

৩০. জবানের হিফাজত করা

কোনো কোনো সমস্যার ইন্ধন হয় জবান। কথাটা একটু ভিন্নভাবে প্রবাহিত হওয়ার কারণে সহজ বিষয়টা কঠিন হয়ে যায়। আর এ কারণেই জবানের বিভিন্ন রূপ যেমন : গিবত, চোগলখুরি, মিথ্যা, অপবাদ, উপহাস, অবজ্ঞা, অপমান, গালিগালাজ ও অভিশাপ দেওয়ার কারণে মুসলিম শাস্তির উপযুক্ত হয়।

তাহলে তুমি কি ভেবে দেখেছ, যখন সমস্যা খুবই সংকটপূর্ণ অবস্থায় থাকে এবং অন্তর ক্রোধে পূর্ণ থাকে, তখন এমনটা করলে কী অবস্থা হবে? অপরপক্ষ যদি এই রোগে আক্রান্ত থাকে এবং সে তার জিহ্বাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে, তাহলে এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। সুতরাং তোমার জন্য উত্তম হলো, তুমি অপরপক্ষের লোকের অনুসরণ না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে; যেন এই অকল্যাণের ব্যাপারে তিনি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং এই অকল্যাণকে তোমার থেকে সরিয়ে দেন।

৩১. সমস্যা সমাধানের অর্থ সেটা চিরতরে শেষ হয়ে যাওয়া নয়

সমস্যা যদি তালাকের মতো কোনো বিষয় হয়, তাহলে তার সমাধান হলো, তাকে তার আপন স্থানেই বন্ধ করে রাখবে; যাতে তা আর না ছড়ায়, ক্ষতির কারণ না হয় এবং এতে তালাকের পর দশজন ক্ষতির মধ্যে না পড়ে। বিশেষ করে, যদি সেখানে সন্তানাদি থাকে। অতঃপর মহিলাও তালাকের সমস্যার পর সমাধান করবে। সুতরাং স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যাবে, স্ত্রী তার ঘরে যাবে এবং সন্তানেরা তাদের বাড়িতে ফিরে যাবে। সমাধানের ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট যে, সমস্যাকে আর সামনে বাড়তে না দেওয়া, যদ্দরুন সেটা আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে এবং আরও কঠিন হয়ে যায়। [অবশ্য যখন পূর্ণ তালাকের কারণে দুজনকে একেবারে আলাদা হয়ে যেতে হয়, তখন এ

আশায় ধৈর্যধারণ করবে যে, আল্লাহ আগের চেয়ে আরও উত্তম বন্ধনে আবদ্ধ হবার তাওফিক দেবেন।)

যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তির হাত ভেঙে যায় এবং সে ডাক্তারের কাছে আসে, তাহলে তার রোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সুস্থতার জন্য ডাক্তার তাকে প্লাস্টারের ব্যান্ডেজ করে দেয়। অতঃপর তাকে অবশ করে দেয়, যাতে করে পুনর্বাসন প্রক্রিয়াটা সঠিক পদ্ধতিতে চলতে থাকে।

৩২. তুমি সমস্যা নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থেকো না

নিঃসন্দেহে তুমি যে সমস্যায় পতিত হয়েছ, তা তোমার ধারণা মতে অনেক বড় ও জটিল। কিন্তু এটাই সবকিছু নয়। সুতরাং এটা যেন তোমার সবকিছু কেড়ে না নেয়। তোমার সময় ও ফিকির যেন শুধু এর পেছনেই ব্যয় না হয়। তাহলে এটা তোমাকে অন্য আরেকটা সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে, অন্য কাজ বন্ধ করে দেবে এবং অস্থিরতা ও পেরেশানি বৃদ্ধি করবে। বরং তুমি সমস্যাকে তার স্থানে রাখো এবং তোমার অন্যান্য কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে করতে থাকো। তুমি কিছু অবসর সময় বের করে বিশ্রাম নাও, তোমার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনদের সাথে সময় কাটাও। আনন্দ-খুশির মাধ্যমে নিজের দুঃখ ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো।

৩৩. প্রতিপক্ষের মনমেজাজ জানা

কোনো কোনো সমস্যা এমন রয়েছে, যেখানে দ্বিতীয় পক্ষ, তৃতীয় পক্ষ বা ততোধিক পক্ষ থাকে। যেমন : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমস্যা অথবা সন্তান ও পরিবারের অন্য কারও সাথে সমস্যা। এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মনমেজাজ সম্পর্কে জানা থাকলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়। কারণ, কতক মানুষ মেজাজি হয়ে থাকে; কেউ দয়ালু-সহানুভূতিশীল; আবার কেউ লাজুক প্রকৃতির—সঠিক পথ দেখালে খুব তাড়াতাড়িই তা গ্রহণ করে নেয়; কেউবা এমন—আল্লাহর ভয় দেখালে সে ভয় পায় ইত্যাদি।

সুতরাং মানুষের মনমেজাজ জানা থাকলে সঠিকভাবে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা যায়।

৩৪. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা

প্রতিটি সমস্যা ও জটিলতারই একটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকে, যেখানে বা যার কারণে সমস্যাটির উদ্ভব হয়। সুতরাং সেই অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে এবং জানতে হবে কে বা কী তার ওপর প্রভাব ফেলছে? এ ক্ষেত্রে (সমাধানের জন্য) তার চিন্তাভাবনা জানতে এবং সে কী করতে চায়, কেমন আচরণ করতে চায়—তা বুঝতে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে খবর পাঠানো যেতে পারে। অনুরূপ কিছু মানুষ এমন আছে, যারা কিছু ব্যক্তিকে তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মনে করে। এতে তারা কাদের পরামর্শ মানে এবং কাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে, তা ভালোভাবে জানা যায়। আর অনেক সময় তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত লোকজন—তার ওপর যাদের প্রভাব আছে—তাদের মাধ্যমেও পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

৩৫. বিভিন্ন মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জানা

মাঝে মাঝে কয়েকজন একত্র হয়ে পরস্পরের সমস্যা সুখ-দুঃখের কথা ভাগাভাগি করবে এবং সে এ থেকে কীভাবে মুক্ত হয়েছে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করবে। সাথে সাথে এ সকল সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায়, তা নিয়েও পরামর্শ করবে। এবং এই আলোচনা থেকে তোমার সমস্যা সমাধানের জন্য উত্তম ও সঠিক পরামর্শটি গ্রহণ করবে। তুমি লক্ষ করে দেখবে, কীভাবে তারা এই সমস্যার সমাধান করেছে এবং কীভাবে এই কঠিন মুহূর্তগুলো পার করেছে। বরং তুমি দেখতে পাবে যে, অনেকে তোমার চেয়ে অনেক কঠিন সমস্যায় পতিত, তখন তুমি তা থেকে সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। মানুষের সাথে কথা বললে অন্তর হালকা ও প্রশান্ত হয়। তুমি তো একা সমস্যায় পতিত নও। কোনো ঘরই সমস্যা থেকে খালি নেই। কত সমস্যা যে চার দেয়ালের ভেতরে চাপা পড়ে আছে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন।

৩৬. পরামর্শ-কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়া

এখন অনেক পরামর্শ-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে, বিবাহবিষয়ক পরামর্শ-কেন্দ্র, ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা-কেন্দ্র, অনুরূপভাবে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বাচ্চা লালনপালন ও তাদের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ-কেন্দ্র। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন : শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহ.-এর যুবকদের বিবাহে সাহায্য-প্রকল্প। এ ছাড়াও আরও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখান থেকে অনেক অভিজ্ঞতা ও সুপরামর্শ পাওয়া যেতে পারে।

৩৭. পরামর্শ করা

মানুষ যখন কোনো দুনিয়াবি বিষয়ে সমস্যায় পতিত হয়, তখন তা থেকে উদ্ধারের জন্য তার একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ও উত্তম ফিকিরের প্রয়োজন হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে এটা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে; কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কার সাথে পরামর্শ করবে এবং কার কাছে নিজের চিন্তা ও সমস্যার কথা বলবে?

উমর রা. বলেন, "তুমি অপ্রয়োজনীয় কথা বোলো না। তোমার শত্রুকে চেনো, বন্ধু থেকে সতর্ক থাকো—তবে বিশ্বস্ত হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহভীরু ব্যতীত কোনো বিশ্বস্ত লোক নেই। তুমি কোনো পাপাচারী লোকের সাথে হাঁটাচলা কোরো না, তাহলে সে তোমাকে তার পাপাচার শিক্ষা দেবে। তার নিকট তোমার গোপন বিষয় প্রকাশ কোরো না এবং তার সাথে তোমার কোনো বিষয় নিয়ে পরামর্শ কোরো না; তবে যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে তার কথা ভিন্ন।"

বর্তমানে উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতাদের প্রতি তাকালে অবাকই হতে হয়। তাদের কেউ একেবারে অনভিজ্ঞ, কেউ শরয়ি ইলমের কিছুই জানে না, কেউ মহিলা—তার কাছে কোনো নারী বৈবাহিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ চাইলে দ্রুত বিবাহবিচ্ছেদের পরামর্শ দেয়। তার সাথে কথা শেষ করে অসহায় নারীটি নিজের স্বামীর কাছে যায় এবং বাড়ি ছেড়ে তালাক ও

বিচ্ছেদের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করে। আবার কিছু পরামর্শক আছে, যাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষে পূর্ণ।

এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম প্রস্তাব হলো, এমন লোকের সাথে পরমর্শ করবে, যার অবস্থান তোমার থেকে অনেক দূরে এবং সে নিজেও প্রচার মাধ্যম থেকে অনেক দূরে থাকে; যাতে করে সে তোমার গোপন বিষয়টা প্রকাশ করতে না পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, আহলে ইলমদের সাথে পরামর্শ করা। তাদের সাথে পরামর্শ করলে দুটি বিষয় একসাথে অর্জন হবে। ১. বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার ভয় থাকবে না। কারণ, তাদের কাছে এত মানুষ যাওয়া-আসা করে যে, কোনটা কার বিষয় সেটা তারা ভুলেই যাবে। তাই আর প্রকাশের বিষয়টিও আসবে না। ২. তারা হলেন আহলে ইলম, পাশাপাশি মুত্তাকি ও পরহেজগার। তাই আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পরামর্শের মধ্যে ইলম ও নুর উভয়টাই থাকবে।

তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, পরামর্শটা যেন আহলে ইলম-তালিবে ইলমের সাথে হয়, বড় কোনো শাইখের সাথে না হয়। কারণ, এটা একটা পরামর্শ, ফাতওয়া নয়। পরামর্শের বিষয়টা একটু সময় নিয়ে শুনতে হবে, তারপর ভেবেচিন্তে একটা সঠিক পরামর্শ দিতে হবে; কিন্তু শাইখদের ব্যস্ততা অনেক বেশি, তারা ফাতওয়ার কাজসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাদের হাতে এত সময় নিয়ে অবস্থা শোনা ও পরামর্শ দেওয়ার সময় নেই। এ ছাড়াও পরামর্শের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অবস্থাও ভালোভাবে জানতে হয়; কিন্তু এত সময় কোনো শাইখের হাতে থাকে না। তাই আহলে ইলম মুত্তাকি তালিবে ইলমের সাথে পরামর্শ করবে।

৩৮. ইসতেখারা

সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করবে এবং সমাধানের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ এবং তাদের মতামত শোনার পর

শরিয়তসম্মতভাবে ইসতেখারা করবে। হাদিসে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - يُسَمِّيهِ - بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، وَمَعَادِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الْأَوَّلِ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

'যখন তোমাদের কারও কোনো বিষয় চিন্তিত করে তোলে, তখন সে যেন ফরজ নামাজ ছাড়া (অতিরিক্ত নফল) দুই রাকআত নামাজ আদায় করে। অতঃপর বলে–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - يُسَمِّيهِ - بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، وَمَعَادِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الْأَوَّلِ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার অবগতির মাধ্যমে আপনার কাছে ইসতেখারা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আমি শক্তি

কামনা করি। আমি আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করি। আপনিই ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি সবকিছুতেই অবগত, আমি অজ্ঞ। আপনিই অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ, আপনি জানেন যে, আমার এ কাজ (এ সময় নির্দিষ্ট কাজের নাম বলবে) আমার দ্বীন, পার্থিব জীবন, পরকাল এবং সর্বোপরি আমার পরিণামে কল্যাণকর হলে তা আমাকে অর্জন করার শক্তি দিন। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার জন্য তাতে বরকত দিন। আর আপনার অবগতিতে সেটা আমার জন্য প্রথমে উল্লেখিত কাজসমূহে অকল্যাণকর হলে আমাকে তা থেকে দূরে রাখুন এবং সেটিকেও আমার থেকে দূরে রাখুন। আমার জন্য যা কল্যাণকর আমাকে তা-ই অর্জন করার শক্তি দিন, তা যেখানেই থাক না কেন। অতঃপর আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন।'''[৪৫]

৩৯. সময়ক্ষেপণ

সময় সমাধানের একটা অংশ; বরং বলা যায় সময় নিজেই একটা সমাধান। মানুষের জীবনে দুঃখ-মুসিবত আসে। তারপর মেঘমালার মতো দিনগুলো চলতে থাকে। রাতের পর রাত অতিবাহিত হয়। এক সময় মৃত ব্যক্তি স্মৃতি থেকে মুছে যায়। তালাকপ্রাপ্তা রমণীর বিবাহ হয়। ছোট শিশু বড় হয় এবং মা তার সন্তানকে দুধ পান করানো বন্ধ করে দেয়। এভাবেই সময়ের সাথে সাথে মানুষ তার দুঃখ-কষ্টগুলো ভুলে যায় এবং জড়িয়ে যায় নতুন কোনো ব্যস্ততায়। আর আল্লাহ তাআলা-ই এই পরিবর্তনগুলো করে থাকেন।

সময়কে তার আপন গতিতে চলতে দাও। তুমি ইবাদত-বন্দেগিতে রত থেকে নেকি অর্জন করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করো। কারণ, দিনগুলো তার ভূমিকা পালন করতে থাকবে এবং সময়গুলো শেষ হতে থাকবে। এভাবেই একসময় তিক্ত মৃত্যু এসে যাবে এবং কিয়ামতের ভয়াবহ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের বিষয় চলে আসবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

---

৪৫. সুনানে আবু দাউদ : ১৫৩৮

৪০. সকল বিষয় আল্লাহ্ তাআলার দিকে অর্পণ করা

মানুষ এই দুনিয়ায় চেষ্টা-পরিশ্রম করে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার জন্য যতটুকু লিখে রেখেছেন, সে তার চেয়ে বেশি অর্জন করতে পারে না। সকল বিষয় একমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই পরিচালনা করেন এবং তিনি যেভাবে চান, সেভাবে পরিচালনা করেন। সুতরাং তুমি আল্লাহ তাআলার ফয়সালাকে খুশিমনে মেনে নেবে। যদিও এর বিপরীত তুমি তোমার সকল চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করে থাকো। সকল প্রশংসা ওই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি সকল বিষয় নির্ধারণ করে থাকেন। তুমি এক মজবুত খুঁটির নিকট এবং দয়াময় ক্ষমাশীল রবের নিকট আশ্রয় নিতে পেরেছ, তার জন্য তোমার আনন্দিত ও খুশি হওয়া উচিত।

তুমি একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থা নিয়ে চিন্তা করো, তিনি তাঁর সকল চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করার পরও যখন তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল, তখন তিনি এর জন্য আফসোস করতেন। মহান আল্লাহ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾

"সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না।"[৪৬]

পরিশিষ্ট

যখন তুমি আকস্মিক বিপদে নিপতিত হবে, বিভিন্ন পেরেশানিতে আক্রান্ত হবে এবং পার্থিব দুর্যোগে সকল রাস্তা ও পথঘাট অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, তখন তুমি আল্লাহর ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। এটাই হলো প্রথম ধাপ যে, তুমি আল্লাহর তাকদিরে সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

"(হে নবী) আপনি বলুন, আমাদের কাছে (ভালো-মন্দ) কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন।"[৪৭]

এর দ্বিতীয় স্তর হলো, বিপদে ধৈর্যধারণ করা। এটা তার জন্য, যে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করা অতি উত্তম ও সর্বোচ্চ স্তরের কাজ। আর মুমিনের জন্য ধৈর্যধারণ করা তো আবশ্যক একটি বিষয়।

স্মরণ রেখো, তুমি যখন বিপদে আক্রান্ত হবে, তখন এটা বুঝে নেবে যে, এ ফয়সালা যিনি করেছেন তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করেন এবং যা চান, তা-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বান্দার ওপর তাঁর দয়া ও রহমত বিভিন্নভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তিনি দয়া করে বান্দাকে কিছু দান করেন। এরপর দয়া করে তাকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফিক দেন। তিনি তাকে অনুগ্রহ করে বিপদে নিপতিত করেন। অতঃপর তাকে ধৈর্যের তাওফিক দেন। অতএব ভালো-মন্দ সর্বাবস্থায় আমাদের তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত। তা ছাড়া বিপদের মাধ্যমেও তিনি বান্দার ওপর দয়া করেন। কেননা, এর ওসিলায় তিনি তাদের গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন। তাদের প্রতিদান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

---***---

৪৭. সুরা তাওবা : ৫১

প্রত্যেক মানুষই নিশ্চিন্তে থাকতে চায়। নিরুদ্বেগ সুখী জীবনযাপনই সবার পরম অভিপ্রায়। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবন দুঃখ-কষ্ট আর বিপদাপদে ঘেরা। এখানে একের পর এক মানুষকে ছোট-বড় নানান সমস্যা ও মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়। কেবল ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সামলে নিতে পারে। অনেক কঠিন বিষয়কেও তারা মানিয়ে নেয় সহজভাবে। পক্ষান্তরে অনেকে হাহুতাশ করে ছোট একটি বিষয়কেও বড় করে তোলে। সামান্য সমস্যা দেখেই তারা ভেঙে পড়ে। অবশ্য তাদের এমন ভেঙে পড়ার কারণও রয়েছে। কেননা, বিপদাপদ ও সমস্যার মুহূর্তগুলোতে কী করণীয়, তা যে তাদের অজানা! জীবন চলার পথে নানান সমস্যা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হলে কীভাবে তা অতিক্রম করা যেতে পারে, সমস্যার সমাধান বইটিতে রয়েছে এমনই বেশকিছু উত্তম নির্দেশনা...